যায়যায়দিন

প্রতিবন্ধী শিশুশিক্ষা : সমাজকল্যাণ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টানাটানি

এম মামুন হোসেন

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা মূল ধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে, যার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক খুবই কম। দেশের সাধারণ স্কুলগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়ক নয়। স্কুলের পরিবেশ কাঠামোও প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশোনা ও যাতায়াতের জন্য সহজ নয়। এতে করে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। বিশেষ ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তিতে তাদের সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিশেষ ধরনের উপকরণ 'ব্রেইল বই'। এজন্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যবই ছাপা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করে না। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তি দুষ্প্রাপ্য। বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ইশারা ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। ইশারা শিক্ষা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষা : প্রতিবন্ধী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভাষায় শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই, শিক্ষা উপকরণেরও অভাব রয়েছে। এছাড়া হেডফোন, শ্রবণসহায়ক যন্ত্র বেশিরভাগ স্কুলে নেই।

সম্প্রতি জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) প্রকাশিত 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১৩' প্রতিবেদনে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রেখে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাটি মূল ধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক খুবই কম। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগের পরিধি বিস্তার করা জরুরি। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ সবচেয়ে কম। এরা অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ এবং অবহেলার সবচেয়ে বড় শিকার। এসবের মূল কারণ সামাজিক লজ্জা অথবা তাদের প্রতিপালনে অর্থনৈতিক খরচ।

এ প্রসঙ্গে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাছিমা বেগম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর তদারকি করছে। এ কারণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এসব শিশুদের প্রতি আমাদের নমনীয় মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মনে করেন, কোন প্রতিষ্ঠান দেখছে, এটা মুখ্য নয়। যাদের জন্য কাজ করা হচ্ছে তা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা কিংবা তারা লাভবান হচ্ছে কিনা তা বিচার করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ যায়যায়দিনকে বলেন, শিক্ষাদানের মাধ্যমে মূল ধারায় নিয়ে আসতে সাধারণ স্কুল কলেজে একীভূতভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক এবং সহপাঠীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এতে করে সাধারণ স্কুলে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুটি সহজেই লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তিতে ভোগান্তি : বছরের প্রথম দিন শিশু-কিশোররা সরকারের বিনামূল্যে বিতরণ করা নতুন ঝকঝকে তকতকে বই নিয়ে ঘরে ফিরে। কিন্তু আরো অনেক কিছুর মতোই বছরের প্রথম দিন নতুন বই থেকে বঞ্চিত হয় দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিশেষ ধরনের উপকরণ 'ব্রেইল বই'। প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া তদারকি করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তর। এজন্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যবই ছাপা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করে না। জানা গেছে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে ব্রেইল প্রেস রয়েছে। এ প্রেসের মাধ্যমে মুদ্রিত বই বিনামূল্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত পাঁচটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী স্কুলে সরবরাহ করা হয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্রেইল বই শিক্ষার্থীরা পেলেও বেসরকারি স্কুলগুলো সরকার থেকে প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক কোনো পর্যায়েরই বই পায় না।

প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করা চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশনের (সিএসএফ) নির্বাহী পরিচালক এবং ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিত বলেন, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এর সিংহভাগ লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। যারা শত প্রতিকূলতার মধ্যে লেখাপড়া করছে তাদের শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। উপকরণগুলো ব্যয়বহুল; তাই এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

দেশের উচ্চশিক্ষায়ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় অনুষদভুক্ত বিষয়গুলো পড়ার সুযোগ না থাকায় বাধ্য হয়েই মানবিক বিভাগে পড়তে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩৬ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন। পাঠের যথাযথ সুবিধা না থাকা, ভালো সিটের অভাব, প্রভৃতি সেবায় অসহযোগিতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে অবহেলার শিকার এসব শিক্ষার্থী। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হয় তাদের ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনার জন্য তৈরি রিসোর্স সেন্টারটিতে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরির পেছনে ছোট্ট একটি জায়গা থাকলেও এটি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ আরো কম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী মোখলেছুর রহমান বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ নেই। সহপাঠীদের সহায়তা ও অডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলাফেরার জন্য কোনো কিছুই প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী নয় বলে তিনি জানান।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, প্রতিবন্ধীরা এই সমাজেরই অংশ। সমাজের কোনো একটি অংশকে বাদ দিয়ে সে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। প্রতিবন্ধীদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাবনা অন্যদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাই সব ক্ষেত্রে অন্যদের মতোই তাদের অধিকার থাকতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের জীবন পরিচালনার জন্য যেসব বাধা আছে, তা এক এক করে দূর করতে হবে। তাদের ব্রেইল পদ্ধতির মুদ্রিত শিক্ষা-উপকরণ দিতে হবে, লিফট ও র‌্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের উপযোগী সফটওয়্যার উন্নয়ন করতে হবে। এ ব্যবস্থা করতে পারলে প্রতিবন্ধীরা অনেকটাই বাধা কাটিয়ে সামনের দিকে চলতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী মানে অভিশাপ নয় : মায়ের পাপের কারণে শিশু সন্তানটি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মেছে- এমন অপবাদ প্রতিবন্ধী শিশুর মায়েদের প্রায় শুনতে হয়। যদিও বিজ্ঞান বলছে, প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে মায়ের কোনো দোষ নেই। প্রতিবন্ধিত্ব শুধুমাত্র জন্মগত নয়; অসচেতনতা, পরিবেশ দূষণ, সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা, প্রসূতির ভুল চিকিৎসা, সহিংসতা ইত্যাদি কারণে জন্মের পরও শারীরিক, মানসিক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশু পরিবারের বোঝা নয়; বরং বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনের সহানুভূতিশীল আচরণের মাধ্যমে তাদের অনেককেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ শিশুরা লেখাপড়া ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় একীভূত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে তারাও একদিন দেশের সম্পদে পরিণত হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্য স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় একীভূত করা গেলে তারাও একদিন দেশের সম্পদে পরিণত হবে। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের অনেকেই স্বাভাবিক মানুষের মতো প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। তার জন্য প্রয়োজন সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলে দেশের সমৃদ্ধিতে তারাও যথাযথ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অলিম্পিক জয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানেও প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রসঙ্গে জানান, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে আনতে আশপাশের সবাইকে কিছুটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অনেক অভিভাবকও ওদের নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন। ওদের উপযুক্ত সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার ৮ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।